MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড

www.spb.org.bd
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র
রেজি. নং ডিএ ১৩২৬ : ২১তম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা
এপ্রিল-মে ২০২৩
দাম : দশ টাকা

স্ট্যালিন ও সোভিয়েত সমাজতন্ত্র প্রসঙ্গে : বার্নাড শ'

স্ট্যালিনের মৃত্যুদিবস স্মরণে

জন্ম : ১৮ ডিসেম্বর ১৮৭৮; মৃত্যু : ৫ মার্চ ১৯৫৩

[স্ট্যালিন, যিনি সবচেয়ে বেশি মিথ্যা-অপপ্রচারের শিকার হয়েছেন। এখনও তা থেমে নেই। তার সম্পর্কে বিখ্যাত নোবেল জয়ী আইরিশ নাট্যকার ও চিন্তাবিদ বার্নাড শ'র বক্তব্য।]

স্ট্যালিন একজন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন রাজনীতিবিদ। তাঁর সাথে তুলনায় পশ্চিমী রাজনীতিবিদদের মনে হবে এক সারি ক্ষয়ে যাওয়া মোমের পুতুলের মতো, যারা এমন একটা দুষ্ট এবং স্বয়ংক্রিয় সমাজব্যবস্থার মধ্যে ঝুলে আছে, যে ব্যবস্থার একমাত্র মন্ত্র হচ্ছে ফাঁকা বুলি, মিথ্যা গল্প এবং কাজকর্মের অচল পদ্ধতি। ... রুশ রাজনীতিবিদরা দেখিয়েছেন যে একটা প্রকৃত স্বাধীন দেশে অর্থাৎ যে দেশটা হচ্ছে জনগণের, যেখানে যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষেরা কোন জনসেবামূলক কার্যকলাপ সংগঠিত করতে পারে এবং এর জন্য তাদের পার্লামেন্টে প্রাইভেট বিল পাশ করানোর জন্য ছুটতে হয় না বা জমিদার ও আইনজ্ঞদের বিপুল পরিমাণ অর্থও দিতে হয় না। এই স্বাধীনতার সাড়া এত বেশি যে বাস্তব উদাহরণ ছাড়া তা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এবং সেই উদাহরণ হচ্ছে, রাশিয়া দশ বছরে যে সামাজিক পরিবর্তন করেছে আমাদের ব্যবস্থায় তা করতে একশ বছর লাগবে... ভবিষ্যৎ লেনিন ও স্ট্যালিনের হাতেই।

(New Statesman & Nation, December 1934)

৬ আগস্ট, ১৯৫০ রেনাল্ড নিউজের সঙ্গে জীবনের প্রায় শেষ সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে,

'মি. শ' আপনি কি কমিউনিস্ট?

এই প্রশ্নের উত্তরে বার্নাড শ বলেছিলেন : হ্যাঁ, অবশ্যই আমি কমিউনিস্ট। কমিউনিজমের বিরুদ্ধে লড়াই এক প্রচণ্ড জাজ্বল্য মূর্খামি। ... ভবিষ্যৎ সেই দেশেরই রয়েছে যে দেশ কমিউনিজমকে সর্বাপেক্ষা দ্রুততার সাথে সর্বাপেক্ষা অধিকদূর নিয়ে যেতে পারবে।

(Gorge Bernerd Shaw - R. P. Dutta)

'ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের সাথে দুনিয়া জুড়ে ব্যক্তিপুঁজি যখন তাল মেলাতে পারছে না, তখন পৃথিবীর সর্বত্র সব ধরনের দল ও জনগণ গভীর প্রত্যাশা নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের অগ্রগতির দিকে তাকিয়ে আছে।

সোভিয়েত সমাজতন্ত্রকে কালিমালিপ্ত করার জন্য এই সময়কেই বেছে নেওয়া হয়েছে। চলছে বিরামহীন, অন্ধ অপপ্রচার। যত উদ্ভট, বস্তাপচা মিথ্যাচার। ...

রাশিয়ার শ্রমিকেরা অনাহারে ও দাসত্বের মধ্যে আছে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ব্যর্থ, নতুন প্রতিষ্ঠানগুলো দেউলিয়া এবং কমিউনিস্ট ব্যবস্থা পতনের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে–সবচেয়ে আপত্তিজনক ও হাস্যকর হলো এইসব বহু পুরনো অভিযোগের পুনরাবৃত্তি। অবশ্য এই সব ফুলানো ফাঁপানো দায়িত্বজ্ঞানহীন অভিযোগ হেসে উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, এখনও এমন অসংখ্য মানুষ আছেন যাদের হাতে রাজনৈতিকভাবে এই সমস্ত কুৎসার জবাব দেওয়ার মতো যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ নেই। এমন বহু সমাজতন্ত্র বিরোধী কূটনীতিবিদও আছেন যারা এখনও যে কোনও উপায়ে যে কোনও জায়গায় প্রতিবিপ্লব শুরু করার স্বপ্ন দেখে–যদি প্রচারযন্ত্রের মধ্য দিয়ে ভীতি ছড়িয়ে জনগণকে তারা ছত্রভঙ্গ করে দিতে পারে। অবস্থার গুরুত্ব এতটাই যে ব্রিটিশ সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে সমস্ত রকম বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছে এবং হাউস অব কমন্সে প্ররোচনামূলক প্রশ্নোত্তর পর্বও চলছে।

আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীরা সম্প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়নে গিয়েছিলাম। আমরা কেউ কেউ সভ্য এই দেশের অধিকাংশ জায়গায় ঘুরেছি। আমরা বলতে চাই, কোথাও আমরা অর্থনৈতিক দাসত্ব, অনাহার, বেকারি ও আয়েসে থাকার জন্য উন্মাদের মতো প্রচেষ্টা লক্ষ্য করিনি। সর্বত্র আমরা দেখেছি, আশায় ভরপুর উদ্যমশীল শ্রমজীবী মানুষ, প্রকৃতি তাঁদের যতটা স্বাধীনতা দিয়েছে ততটাই স্বাধীন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জনতা। অত্যাচারী শাসকদের অযোগ্যতা থেকে মুক্ত হয়ে তারা গড়ে তুলছে জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড, বিকাশ ঘটাচ্ছে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার, শিক্ষার বিস্তার করছে, নারীদের অর্থনৈতিক মুক্তি নিয়ে এসেছে, শিশুদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করেছে। এসব তারা করেছে পর্বতপ্রমাণ বাধা অতিক্রম করে। অসংখ্য ভুল তারা করেছে (যা তারা অস্বীকারও করেনি, গোপনও করেনি)। এইভাবে শ্রমের এবং আচরণের এমন একটা দৃষ্টান্ত তারা স্থাপন করেছে যা অনুসরণ করার জন্য যদি আমরা আমাদের শ্রমজীবী মানুষদের উদ্বুদ্ধ করতে পারি তবে তারা খুবই উপকৃত হবে।

আমরা মনে করি, যদি এই ঘৃণার প্রচার বাধাহীনভাবে চলতে থাকে তবে তা বিপর্যয় ডেকে আনবে এবং সোভিয়েত ও আমাদের দেশের মধ্যকার সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হবে...।

(ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানের সম্পাদকের নিকট পত্র। পত্রটি শ ও আরও তিরিশ জন প্রথিতযশা মানুষ লিখেছিলেন। পত্রটি প্রকাশিত হয়েছিল ২মার্চ ১৯৩৩) স্ট্যালিনের আছে অদম্য কৌতুকবোধ, যা তাঁকে অন্যান্য একনায়ক থেকে আলাদা করেছে। তিনি সর্বোচ্চ সামরিক অধিনায়ক ও পোপের এক অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ। আমরা তাঁকে খুবই আনন্দ দিয়েছি এই মনোভাব যদি তিনি গোপন করতে পারতেন তবে আমি তাঁর আদব কায়দাকে একেবারে যথাযথ বলে অভিহিত করতে পারতাম।

(Quoted in Stalin and Mr. Hyde by : Glenn E. Wasson, P. 247)

৪৮ সালের ১৪ মার্চ এলানর ও কনেল বার্নার্ড শ' এর সাথে দেখা করতে যান। শ' তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কেন তুমি আমেরিকায় যেতে চাইছ?' কনেল উত্তরে বলেন, 'ইংল্যান্ডে যে স্বাধীনতা পাচ্ছি তার চেয়ে বেশি স্বাধীনতা পেতে চাই বলে।' উত্তরে শ' বললেন, 'পৃথিবীতে একটি মাত্র দেশ আছে যেখানে তুমি সত্যিকারের স্বাধীনতা পেতে পারো–তার নাম রাশিয়া, যেখানে মহান স্টালিন বেঁচে আছেন।'

(George B. Shaw by H. Pearson-A Post Script, Collins, London, 1951)

১৯৩৪ সালের ডিসেম্বর মাসে সার্জেই কিরভের হত্যার পর যখন ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হলো তখন একদল শ'কে প্রশ্ন করলেন, 'রাশিয়ার বিপ্লব কি দুনিয়ার অধঃপতিত মানুষদের আকৃষ্ট করছে?' জবাবে শ' বললেন, 'ঠিক উল্টো। এই বিপ্লব দুনিয়ার সেরা সন্তানদের আকৃষ্ট করেছে। অবশ্য যেখানে বিপ্লবকে ঠিকভাবে বোঝা হয়েছে সেখানে।' তারপর তিনি বললেন, 'ক্ষমতার উচ্চাসন বিপ্লবীদের পক্ষে খুবই সমস্যাসংকুল জায়গা। এদের অর্থনীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা কম, প্রশাসনিক কোন অভিজ্ঞতা নেই।... এদের হৃদয়ে আছে শুধু কার্ল মার্কস। এদের অবস্থা হলো এমন মানুষের মতো যারা গলায় ফাঁস লাগিয়ে মইয়ের সর্বোচ্চ ধাপে বসে আছে।'